বাংলার বাণী

বাংলার বাণী

57

তারিখ ... 21-OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

ওরা কেউ শিক্ষক হতে চায়নি —

ঢাকা বোর্ডের ১৯৯১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী প্রায় সবকৃতী ছাত্রছাত্রীর ছবিসম্বলিত সাক্ষাৎকার ও জীবনের উদ্দেশ্য; আদর্শ, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকগুলোতে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে। একজন ছাড়া ওদের সবাই কেউ প্রকৌশলী, কেউ ডাক্তার, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ অর্থনীতিবিদ, কেউ কূটনীতিক, কেউ গবেষক, কেউবা আবার স্থপতি ইত্যাদি হবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারিনী সায়মা সুলতানা ছাড়া আর কেউ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়নি কিংবা শিক্ষকতায় নিজেকে ব্রত করতে চায় না। অন্যান্য সব পেশার সাথে শিক্ষকতা পেশাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ আছে বলে মনে করি না। তবুও অধুনা মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতে গোনা ২/৪ জন ছাড়া অন্যরা এ পেশায় আসতে চায় না। এ অবস্থা শুধু এ বছরই নয় এবং এককভাবে ঢাকা বোর্ডেরও নয় বরং সারা দেশের। ১৯৯০ সালের ৪টি বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকারী মোহাম্মদ মোস্তফা আকবর ছাড়া আর কেউ কর্মজীবনে শিক্ষক শিক্ষাবিদ হবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত ব্যক্ত করতে পারেনি। বিগত প্রায় দু'যুগ থেকেই শিক্ষার্থীদের এই রকম অভিপ্রায়টুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন ও উনতির প্রতি লক্ষ্য করলে যে হতাশা পরিলক্ষিত হয়, তা কোন স্বাধীন জাতির জন্য যেমন মঙ্গলজনক নয়, তেমনি কোনক্রমেই ঐ জাতি ধারক বাহক ও নেতৃত্বের জন্যে সৌভাগ্যজনক হতে পারে না। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিঃসন্দেহে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত আদর্শ ও গুণগত মানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ একজন ভালো আদর্শ শিক্ষকের কাছ থেকেই ভালো ছাত্রছাত্রী আশা করা যায়।

কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে, বর্তমানে দেশের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই অনন্যোপায় হয়ে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন। যাদের আর অন্য সকল পেশার দ্বাররুদ্ধ হয়ে যায় তারাই তখন হয়তো সমাজে টিকে থাকার তাগিদে শিক্ষকতায় নিজেকে ব্রত করেন এবং করছেন। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য বলা চলে। আবার অনেককে দেখা যায় সারা জীবন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজীত রেখেও শিক্ষকতার সাথে জীবনটাকে একাত্ম করতে পারেননি। শিক্ষকরাই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলেন এবং তুলবেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের এ অনভিপ্রেত আগমন কোন অবস্থাতেই শিক্ষার সুষ্ঠু গতিধারার পরিচায়ক হতে পারে না।

একজন শিক্ষককে পাঠ্য বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাদান পদ্ধতিকে চিত্তাকর্ষক এবং সর্বোপরি শিক্ষার পরিবেশকে একটি আনন্দঘন পরিবেশে রূপান্তরিত করতে হয়। এমনভাবে শিক্ষার্থীর সাথে ব্যবহার করতে হয় যাতে শিক্ষক এবং শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে তার ভিতর একটা সুখপ্রদ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার প্রতি প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিতরে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। শিক্ষা প্রদানের জন্য অনেক নিষ্ঠাবান ও শিক্ষক হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। শিক্ষার প্রতি, জ্ঞানের প্রতি এবং জ্ঞান আহরনের প্রতি শিক্ষার্থীদের একটা ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে হয়। যা শুধু একজন মেধাবী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিষ্ঠাবান শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু দেশে শিক্ষকতার পেশায় নিজেদের ব্রত করতে মেধাবী ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা কোন অবস্থাতেই জাতির জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। কারণ অনাদর্শ শিক্ষা জাতি হিসেবে বিপজ্জনক হতেপারে।